প্রথম আলো

তারিখ ... 03 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

ভাড়াটে শিক্ষক দিয়ে পাঠদান!

প্রত্যন্ত অঞ্চলে নজরদারি বাড়ান

প্রথম আলোয় ভোলার দৌলতখান উপজেলার চরটবগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে চিত্র প্রকাশিত হয়েছে, তাতে প্রাথমিক শিক্ষার বহুবিধ অনিয়ম, অব্যবস্থা ও দুর্নীতিই ধরা পড়েছে। প্রথম দুর্নীতি হলো ছুটি না নিয়ে দুই শিক্ষকের অনুপস্থিতি, দ্বিতীয় দুর্নীতি হলো তাঁদের স্থলে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণি পাস দুজন কথিত শিক্ষককে দিয়ে পাঠদান করানো। বদলি শিক্ষকদ্বয়কে ক্লাস নেওয়ার জন্য প্রেষণে যাওয়া শিক্ষক মাসে ১ হাজার ৬০০ টাকা দেন বলে অভিযোগ আছে।

১৯ সেপ্টেম্বর *প্রথম আলো* প্রতিনিধি সরেজমিনে দেখতে পান, বিদ্যালয়ের কক্ষে গরু-ছাগলের বর্জ্য, বারান্দার রেলিংয়ের সঙ্গে গরু বাঁধা। দুই বদলি শিক্ষক দুটি ক্লাসে পড়ালেও অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীরা খেলাধুলায় ব্যস্ত ছিল। এই চিত্র কেবল চরটবগী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, সবখানেই কমবেশি অনিয়ম ও দুর্নীতি গেড়ে বসেছে।

ওই বিদ্যালয়টি নতুন বলে দুজন শিক্ষকই প্রেষণে এসেছেন এবং সেই আদেশ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সেখানে পাঠদান করাতে বাধ্য। কিন্তু তাঁরা সেটি করছেন না। সে ক্ষেত্রে জেলা বা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তারাই বা কী করছেন? শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা তুলতে তো উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সই নিতে হয়। আসলে জবাবদিহি না থাকার কারণেই মাসের পর মাস শিক্ষকেরা শ্রেণিকক্ষে না গিয়েও পার পেয়ে যাচ্ছেন। *প্রথম আলোর* প্রতিবেদনে আরও উদ্বেগজনক তথ্যটি হলো বিদ্যালয়টি পরিদর্শনে কোনো কর্মকর্তা, সাংবাদিক এলে উপবৃত্তি বন্ধ করার ভয় দেখিয়ে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মিথ্যা বলতে বাধ্য করা হয়।

দুই শতাধিক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে, এ রকম একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় দুজন ভাড়াটে শিক্ষক দিয়ে চলতে পারে না। একজন শিক্ষককে দুই মাসের জন্য প্রেষণে পাঠিয়েও দুই বছর সেখানে রেখে দেওয়ারও কোনো যুক্তি নেই। অবিলম্বে চরটবগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা হোক। প্রেষণে থাকা সমস্যারও সমাধান করা হোক। এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ দাবি করছি।